দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 FEB 1989
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

003

৪৫

একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা

নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে রংপুর শহরের কতিপয় যুবকের সংগঠন 'ফ্রেন্ডস সোসাইটি' একটি বালিকা বিদ্যালয় চালাচ্ছে। বিদ্যালয়টি এপর্যন্ত সরকারী কোন অনুদান পায়নি, ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের চাঁদার টাকায় এটি চালাচ্ছে।

নাম 'বেগম রোকেয়া বালিকা বিদ্যালয়'। ছাত্রীদের বেতনের হার খুব কম। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ২০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে ২৫ টাকা আর প্রথম শ্রেণী ও কেজি'র জন্যে মাসিক ৩০ টাকা। ৯জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যারা খুব কম বেতনে শিক্ষকতার কাজ করছেন। (অবশ্য জানা যায়নি, তাদের কম বেতনের কারণ কি ?)

বিদ্যালয়টি '৮৫ সালে স্থানীয় কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুলে মর্নিং শিফটে চালু হয়। ২ বছর এখানে ক্লাস চলার পর এটি আর্থিক সংকটে পড়ে এবং বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় শহরের জুম্মাপাড়ায় 'ফ্রেন্ডস সোসাইটি' এই বিদ্যালয়টি চালানোর দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে জুম্মাপাড়ায় নিজস্ব টিনের ঘর তোলা হয়েছে। তবে সরকারী অনুদান পেলে পাকাপোক্ত এবং পরিকল্পিত স্থায়ী ভবন নির্মাণ সম্ভব হবে।

'ফ্রেন্ডস সোসাইটি' রংপুরের অনেক প্রতিষ্ঠানের একটি, তবে ব্যতিক্রমধর্মী। তারা এর আগে রংপুর শহরের শতাধিক 'টোকাই'কে পুঁজিসহ ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মরহুম সাংবাদিক আব্দুল মজিদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। এসব কাজে সোসাইটির সদস্যরা এককালীন অনুদান ও মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকে।

ঐ সোসাইটি আশা রাখে যে, তারা আগামীতে নবম ও দশম শ্রেণী খুলবে। তবে এজন্যে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

রংপুর শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের লোকজন তাদের মেয়েদের এ বিদ্যালয়ে পড়াতে আগ্রহী বলে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৩৪৫ জন।

অবাক ব্যাপার যে, বিভিন্ন উন্নয়নের নামে রংপুর জেলা প্রশাসন লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলেও তারা দীর্ঘ এত বছরেও খোঁজখবর নিয়েও দেখেনি যে, বেগম রোকেয়া বালিকা বিদ্যালয়টি কিভাবে চলছে কিংবা প্রতিষ্ঠানটির আশু উন্নয়নের জন্যে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন কিনা।

—উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি।